

আসবাকে হাদিস

আসবাকে হাদিস

পরিশুদ্ধ জীবনগঠনে হাদিসের পাঠ

মূল

মুফতি আবুল কাসেম নোমানী

মুহতামিম : দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত

অনুবাদ

আবুজারীর মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদুদ

শিক্ষক : বেজগাঁতি মফতাহুল উলুম মাদরাসা, সিরাজগঞ্জ

নাশাত

আসবাকে হাদিস
মুফতি আবুল কাসেম নোমানী
অনুবাদ : আবুজারীর মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদুদ

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
০১৭১২২৯৮৯৪১, ০১৮৪১৫৬৪৬৭১
nashatpub@gmail.com

অনুবাদস্বত্ব : নাশাত
প্রচ্ছদ : ফয়সাল মাহমুদ
বানান : রাশেদ মুহাম্মাদ
মূল্য : ৩৬০ (তিনশত ষাট) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

মাওলানা আহসানুল্লাহ সিরাজী রহ.

বইটি অর্পণ করছি একজন হারিয়ে যাওয়া মানুষের নামে, যিনি আমার জন্য ছিলেন বটগাছের মতো। তিনি তার স্নেহের শীতল ছায়ায় আমাকে এবং আমার প্রতিষ্ঠানকে সুনিবিড় ছায়া দিয়ে আগলে রেখেছিলেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। আমার প্রতি তার অসামান্য ভালোবাসার একটি দিক এই ছিল যে- আমার কোনো ভুলই তার কাছে 'স্থায়ী ভুল' ছিল না। শাস্তি দিতে কিংবা ছাড় দিতে ভুলগুলো নযরআন্দায করে এড়িয়ে যেতেন, তাও না। তিনি আমার প্রতিটি ভুল ধরিয়ে দিতেন, সংশোধন করে দিতেন। পরম স্নেহে, বারবার, বারবার। বিরক্তিশূন্যভাবে।

গায়রত ও আত্মমর্খাদাবোধে তিনি ছিলেন একজন দীপ্তিমান মানুষ। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পড়াশোনা ও জানাশোনার তার পরিধি ছিল যথেষ্ট অগ্রসর। আমার কাছে তিনি ছিলেন বহুবর্ণের বিরল মাণিক্য। মাদরাসা, তালেবে ইলম এবং বিপদগ্রস্ত অসহায় মানুষের প্রতি তার আখলাক ও ভালোবাসা- তেমনটাই ছিল যেমনটা একজন আলেমের থাকে উচিত। আমার মতো অনেক নবীন মুহতামিমের জন্যই তিনি ছিলেন আস্থাपूर्ण আশ্রয়স্থল। শত ভুলেও তিনি কাউকে খোঁটা দিতেন না। প্রতিশোধ নিতেন না। হাত ছেড়ে দিয়ে দায়মুক্ত থাকার চেষ্টা করতেন না। এমন বহু সফাতের অধিকারী মানুষটি ১২ মার্চ ২০২১ সালে আমাকে এবং আমাদের অনেককেই নিঃসঙ্গ করে চলে গেছেন আল্লাহর সান্নিধ্যে।

آسماں تیسری لہ پر شبنم افشائی کرے
سبز نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

রবেব কারিম, আপনি তার সকল ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিন। নেক আমলগুলো কবুল করে নিন। তার পরিবারকে সবরে জামিল নসিব করুন। গায়েবিভাবে তাদের দেখভালের ইনতিজাম করুন।

সম্মানিত পাঠকবর্গের সমীপে তার জন্য, তার পরিবার-পরিজনের জন্য, বিশেষত তার কলিজার টুকরো সন্তানদের জন্য দোয়া চাচ্ছি।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে মাফ করুন। বিপদ ও পেরেশানিমুক্ত জীবন দান করুন। আমিন।

অনুবাদের কথা

আলহামদুলিল্লাহ ‘আসবাকে হাদিস : পরিশুদ্ধ জীবনগঠনে হাদিসের পাঠ’ আজ আলোর মুখ দেখছে। প্রায় পাঁচ বছরের বিরতির পর একটি নতুন কিতাব অনুবাদের তাৎক্ষণিক হল। মাদরাসার যিম্মাদারির চাপ আর ব্যস্ততার কারণে অনেকের তাড়া-তাগাদা সত্ত্বেও খাতা-কলম নিয়ে বসতে পারিনি। তা ছাড়া নিজেও নিজের সঙ্গে বলা যায় অনেকটা ওয়াদাবদ্ধ ছিলাম—বিধবস্ত প্রতিষ্ঠানটি দাঁড় না করানো পর্যন্ত এই স্বপ্নের জগত থেকে দূরে থাকব। সামর্থ্যের-ভেতর চূড়ান্ত চেষ্টা করে আগে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলব। আলহামদুলিল্লাহ, আপনজনদের দোয়া ভালোবাসা এবং সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে এবং মহান আল্লাহর রহম ও করমে মরহুম আব্বাজানের হাতে গড়া ‘বেজগাঁতি মিসফতুল উলুম মাদরাসা’টি আজ নতুন প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

যিম্মাদারির পঞ্চম বছরে এসে ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে দারুল উলুম দেওবন্দের বর্তমান মুহতামিম —হজরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য খলিফা— হজরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ আবুল কাসিম নোমানী হাফিজাহুল্লাহর ‘আসবাকে হাদিস’ গ্রন্থের অনুবাদ শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ দয়ায় আজ কাজটা পূর্ণতা পেলে। লাকাল হামদু ওয়ালাকাশ শুকর।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি নিয়মতান্ত্রিক রচনা নয়। এটি একটি বয়ানসংকলন। মুফতী মুহাম্মাদ আবুল কাসিম নোমানী হাফিজাহুল্লাহর শাইখ ও মুরশিদ দারুল উলুম দেওবন্দের তৎকালীন প্রধানমুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহ.-এর তত্ত্বাবধানে তার মুতাআল্লিকীন হজরতগণ দেশের বিভিন্ন জায়গায় পবিত্র রমজানে সম্মিলিতভাবে ইতেকাফ করতেন। কোনো কোনো মসজিদে পুরো রমজান, কোনো মসজিদে রমজানের শেষদশক। ভারতের বেনারসের মালতিবাগস্থ মসজিদে বেলালেও এই আমল চলমান ছিল। হজরত মুফতী আবুল কাসিম নোমানী এর তত্ত্বাবধান করতেন, সেখানে হজরত গাঙ্গুহী রহ. এর অনেক ভক্ত-অনুরক্ত ও মুতাআল্লিকীন হজরত ইতেকাফের আমলে শরিক হতেন। ইতেকাফের এই মামুলাতকে আরো উপকারী এবং প্রাণবন্ত করার জন্য যিকির, তেলাওয়াত, তাসবিহাত ও নফল আমলের মতো ব্যক্তিগত আমলের পাশাপাশি ইজতিমায়ী আমলও চলত। ইজতিমায়ী আমলসমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল তারাবিহর নামাজের পর হাদিসের দরস। পরিশুদ্ধ জীবনগঠনের পাথেয় হিসেবে প্রতিদিন নিয়মিত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ ঘণ্টাব্যাপী হাদিসের দরস হত। হাদিসের দরস দিতেন মুফতী মুহাম্মাদ আবুল কাসিম নোমানী হাফিজাহুল্লাহ নিজে। ইতেকাফকারী

আসবাকে হাদিস

ছাড়াও মসজিদের সাধারণ মুসল্লিগণ এবং শহরের বিভিন্ন এলাকার দীনদার শ্রেণি হজরতের এই হাদিসের দরসে শরিক হতেন।

হজরত দরসের জন্য হাদিসের বিখ্যাত কিতাব মিশকাতুল মাসাবিহকে নির্বাচন করেন এবং কিতাবের তারগীব, তারহীব, তায়কিয়া, ইহসান, আদব-আখলাক এবং সমাজিক শিষ্টাচার বিষয়ক অধ্যায়গুলো থেকে হাদিসের মূলপাঠ তেলাওয়াত করতেন এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ হাদিসের সরল অনুবাদ উপস্থাপন করতেন। দরসগুলো টেপেরেকর্ডারে ধারণ করা হত। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি হাদিসের সেই দরসেরই অংশ। এতে নয়টি দরস স্থান পেয়েছে। টেপেরেকর্ডার থেকে কিতাব আকারে প্রকাশনার নানা ধাপে অসংখ্য সুধীজনের অসমান্য ভূমিকা থাকলেও মাওলানা কামাল আখতার খায়রাবাদী ও মাওলানা মুহাম্মাদ আরশাদ নামক হজরতের দুই স্নেহভাজন ছিলেন সর্বাগ্রে।

আলহামদুলিল্লাহ, অধমের হাত দিয়ে রমজান মাসে ইতেকাফ অবস্থায় প্রদত্ত হাদিসের দরসের সংকলন ‘আসবাকে হাদিস’-এর মতো একটি অসাধারণ কিতাবের বাংলা তরজমা আলোর মুখ দেখছে। এর জন্য রবেব কারিমের কুদরতি কদমে লক্ষ-কোটি সিজদাহ। আল্লাহ, আপনি দয়া করে আমাদের এই মেহতন কবুল করুন। এর আলোকে নিজেদের জীবন গড়ার তাওফিক দিন। আহসানুল্লাহ ভাই, ইমরান রাইহান, নাশাত-এর আহসান ইলিয়াস ভাইসহ যারা উৎসাহ-অনুপ্রেরণা দিয়ে এই কাজে বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছেন, সবাইকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন।

আবুজারীর মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদুদ

বেজগাঁতী মিত্তাহল উলুম মাদরাসা, সিরাজগঞ্জ

মহিমাযিত শবেকদর লাভের বিশেষ আমল

- মুক্তির পথ : ১৯
জান্নাতের জান্নাত : ২০
নারীদের অকৃতজ্ঞতা : ২১
মুক্তির পথ-২ : ২১
দৃষ্টির অপব্যবহার কী? : ২১
মুক্তির পথ- ৩ : ২৩
ইতেকাফের আদব : ২৪
ইতেকাফের উদ্দেশ্য : ২৪
প্রয়োজনীয় কথা কী? : ২৫
ইতেকাফকারীরা শরিয়তসিদ্ধ প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারবে : ২৭
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা : ৩০
প্রতিটি সেকেন্ডের কদর করুন : ৩২
রমজানের শেষ দশকে আমরা কী করব? : ৩৩
নবীজি সা.-এর তেলাওয়াতের তরিকা : ৩৪
তেলাওয়াত দুই প্রকার : ৩৪
হরফ মুখে উচ্চারণ হওয়া তেলাওয়াতের জন্য আবশ্যিক : ৩৫
পবিত্র কুরআনের দাওর : ৩৭
রমজান মাসে চারটি আমল বেশি বেশি করুন : ৩৯
রমজান মাসে বেশি বেশি দোয়া করুন : ৪১
আল্লাহর পক্ষ হতে ঘোষণা : ৪২

আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাত মজবুতির সঙ্গে ধারণ করা

- সুন্নাহ কাকে বলে : ৪৭
হেকমত কাকে বলে : ৪৯
তাজকিয়া কাকে বলে : ৫১
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা : ৫২
ইহসান ও সুলুক কী : ৫৩
সুন্নাত ও বিদআত পরস্পর বিরোধী : ৫৫
বিদআত কী : ৫৫
অসিয়ত কী : ৫৮
তাকওয়া কী : ৫৮
আমিরের এতাআত করতে হবে শুধু নেককাজের ক্ষেত্রে : ৬১

আসবাকে হাদিস

আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য সর্বাবস্থায় জরুরি : ৬২

খোলাফায়ে রাশেদিন কারা? : ৬৩

সুন্নাত ও বিদআতের পার্থক্য : ৬৫

খোলাফায়ে রাশেদিনের আমল ও সুন্নাত : ৬৭

জামাতের সঙ্গে তারাবিহ নামাজ পড়া সুন্নাত : ৬৮

জুমার নামাজের প্রথম আজান ও সুন্নাত : ৭১

সুন্নাতের সংজ্ঞা এবং তার উপর আমল করার বিধান : ৭৪

স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে

স্বপ্ন কী? : ৭৯

নবীজিকে স্বপ্ন দেখা প্রসঙ্গে তিনটি হাদিস : ৮০

স্বপ্নের প্রকার : ৮৭

স্বপ্নের কথা বুঝান শুভাকাঙ্ক্ষীর নিকট বলুন : ৮৯

হজরত ইউসুফ আ. এর স্বপ্নের ব্যাখ্যাদান : ৮৯

সবচেয়ে বড় অপবাদ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা : ৯১

আল্লামা ইবনে সিরিন রহ.-এর ব্যাখ্যা : ৯১

নবীজির স্বপ্ন : ৯২

মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের এক-ছেচল্লিশাংশ : ৯৯

শেষরাতের স্বপ্ন অধিকাংশ সময় সত্য হয় : ১০০

নবীজির দিনের স্বপ্ন : ১০০

তাওবা ও ইসতিগফার

তাওবার জন্য তিনটি জিনিস জরুরি : ১০৫

নবীজি প্রতিদিন সত্তরের অধিকবার ইসতিগফার করতেন : ১০৮

সান্নিখোর প্রভাব : ১০৯

মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর আমল : ১১০

হাদিসে কুদসি কী? : ১১০

জুলুম কী? : ১১১

আসবাব (উপকরণ) গ্রহণ করা জরুরি : ১১৩

সগিরা গুনাহও মারাত্মক অপরাধ : ১১৮

অপরাধ স্বীকার করা আল্লাহর খুব পছন্দের কাজ : ১১৮

তাওবা করলে আল্লাহ সীমাহীন খুশি হন : ১১৯

গুনাহ বারবার হলে তাওবাও বারবার করুন : ১২১

‘আল্লাহ তোমাকে মাফ করবেন না’ এমন কথা বলা অন্যায় : ১২৩

অধিক ইসতিগফারের দ্বারা টেনশন ও দরিদ্রতা দূর হয় : ১২৪

তাওবা-ইসতিগফার দ্বারা রিজিকের সঙ্কট দূর হয় : ১২৫

ভুল হলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করুন : ১২৬

গুনাহ করলে অন্তরে কালো দাগ পড়ে : ১২৮

তাওবার শব্দ : ১৩০

সাইয়েদুল ইসতিগফার : ১৩১

নিয়মিত তিন তাসবিহ পাঠ করা : ১৩২

মেহমানের তাজিম ও সম্মান

বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় : ১৩৮

সাবের কালিরি ও খাজা নিজামুদ্দীন রহ.-এর আতিথেয়তার গল্প : ১৪০

জনৈক আনসার সাহাবির আতিথেয়তার গল্প : ১৪৩

সাদ ইবনে উবাদাহ রা.-এর আতিথেয়তা : ১৪৮

একটি মজার ঘটনা : ১৫২

মুমিন গুনাহ থেকে তাওবা করে ঈমানের দিকে ফিরে আসে : ১৫৪

খাওয়ার আদব : ১৫৫

খানার বরকত : ১৫৭

নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে : ১৫৮

মানুষ বেশি হলে মেজবানের শেষে খাওয়া : ১৬১

একসঙ্গে খেলে বরকত হয় : ১৬১

মেহমানকে এগিয়ে দেওয়া সূনাত : ১৬২

মেহমান এলে বরকত হয় : ১৬২

সদাচরণ ও আত্মীয়তা রক্ষা করা

যেসব জিনিস আল্লাহর অপছন্দ : ১৭০

মা-বাবার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করা : ১৭২

সদাচরণ দ্বারা রিজিক ও আয়ুতে বরকত লাভ হয় : ১৭৩

আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না : ১৭৪

শাইখুল হাদিস রহ.-এর ঘটনা : ১৭৫

আত্মীয়তা ছিন্নের জবাবে আত্মীয়তা পুনঃস্থাপন করা উচিত : ১৭৭

আত্মীয়তা রক্ষাকারীর সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য থাকে : ১৭৯

সিদ্দিকে আকবার রা.-এর ঘটনা : ১৮০

আত্মীয়তা রক্ষার বিনিময় জান্নাত : ১৮১

আব্বা-আম্মার খুশিতে আল্লাহ খুশি : ১৮২

আত্মীয়তা ছিন্নকারী আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত : ১৮৩

জুলুম আর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নের শাস্তি দুনিয়াতেও হয় : ১৮৩

তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না : ১৮৪

মায়ের খেদমত দ্বারা নাজাত পাওয়া যায় : ১৮৪

মাতা-পিতার আত্মীয় ও বন্ধুদের সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করা : ১৮৫

মাতা-পিতার নাফরমান সন্তান তাদের মৃত্যুর পর কীভাবে মাফ চাইবে : ১৮৭

মা-বাবার দিকে ভালোবাসার চোখে তাকালে কবুল হজের সাওয়াব হয় : ১৮৮

আসবাকে হাদিস

মা-বাবার অবাধ্যতার শাস্তি দুনিয়াতেই হয় : ১৮৮

বড় ভাইয়ের সম্মান মাতা-পিতার সম্মানের মতো : ১৮৯

দোয়া একটি মহান ইবাদত

মুমিন বান্দার দোয়া তার ভাইয়ের জন্য অবশ্যই কবুল হয় : ১৯৭

দোয়ায় তাড়াছড়া করা দোয়া কবুলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে : ১৯৮

কখনো কারো জন্য বদদোয়া না করা : ২০০

দোয়া ইবাদতের মগজ : ২০১

দোয়া না করা শাস্তির কারণ : ২০২

আল্লাহর নিকট 'ফজল' এবং প্রশস্ততা প্রার্থনা কর : ২০৩

দোয়া করলে আল্লাহর রহমত লাভ হয় : ২০৪

আল্লাহর নিকট সুস্থতা এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন : ২০৫

সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় দোয়া করুন : ২০৬

দোয়া কবুলের ইয়াকিন রাখুন : ২০৭

যাদের ঘরে ছবি এবং কুকুর থাকে, তাদের দোয়া কবুল হয় না : ২০৮

প্রাণীর ছবি এবং মূর্তিনির্মানের জন্য রয়েছে জাহান্নাম : ২০৯

হারাম ভক্ষণকারীর দোয়া কবুল হয় না : ২১১

আত্মীয়তা ছিন্নকারীর দোয়া কবুল হয় না : ২১১

মাতা পিতার নাফরমান ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় না : ২১২

ওজনে কম দেওয়া ধ্বংসের কারণ : ২১৪

অশ্লীলতার কারণে আজাব আসে : ২১৫

অশ্লীলতার যন্ত্র ঘর থেকে বের করে ফেলুন : ২১৬

ছোট বড় সকল জরুরত আল্লাহর কাছে চান : ২১৮

আখেরাতের ফিকির

দুনিয়া কুরবানি দিয়ে আখেরাত অর্জন করুন : ২২৫

দুনিয়া আল্লাহর নিকট মৃত প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট : ২২৫

কল্যাণ কি মন্দের কারণ হতে পারে? : ২২৬

সম্পদ আল্লাহর নেয়ামত : ২৩০

অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জন করলে ধ্বংস অনিবার্য : ২৩০

পার্থিব প্রাচুর্য বিপদের সতর্কীকরণ : ২৩৪

প্রয়োজন মতো রুজির উপর সন্তুষ্ট থাকুন : ২৩৫

অন্তরের ধনাঢ্যতাই প্রকৃত ধনাঢ্যতা : ২৩৬

ইবাদত দ্বারাই 'নফসের গিনা' হাসিল হয় : ২৩৭

املأ صدرك (সম্পদ পরিপূর্ণ করে দেওয়া)-এর অর্থ : ২৩৯

অধিক সম্পদ বানানো ভালো না : ২৪০

দুনিয়ার ভালোবাসা আখেরাত ক্ষতিগ্রস্ত করে : ২৪২

সম্পদের ভালোবাসা পরকাল ধ্বংস করে দেয় : ২৪৩

প্রয়োজনান্তিরিক্ত বাড়িঘর নিন্দনীয় : ২৪৩

দুনিয়াবিমুখতা আল্লাহর প্রিয় : ২৪৪

শারীরিক সুস্থতা, নিশ্চিত্ত জীবন এবং একদিনের রুজিই আসল : ২৪৫

মৃত্যুকামনা ও মৃত্যুর স্মরণ

মৃত্যু কামনা করা ভালো নয় : ২৫০

কল্যাণকর জীবন এবং কল্যাণকর মৃত্যু কামনা করা উত্তম : ২৫১

মৃত্যুর ফলে মৃত ব্যক্তি শান্তি পায় নাকি জাতি শান্তি পায় : ২৫২

দুনিয়াতে মুসাফিরের মতো জীবনযাপন কর : ২৫৩

জীবনে সকাল হলে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হলে সকাল হওয়া আবশ্যিক নয় : ২৫৪

আল্লাহর সম্পর্কে সুধারণা রাখুন : ২৫৫

মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করুন : ২৫৬

অন্তরে মরিচা ধরে : ২৬১

হঠাৎ মৃত্যু : ২৬২

অসিয়তপত্র লিখে রাখা : ২৬৩

হজরত থানবী রহ.-এর সতর্কতা : ২৬৩

হজরত থানবী রহ.-এর ঘটনা : ২৬৪

আল্লাহর রহমতের আশা এবং আজাবের ভয় : ২৬৫

সর্বাবস্থায় আল্লাহর রহমতের আশাবাদী হোন : ২৬৬

মহিমাম্বিত শবেকদর লাভের বিশেষ আমল

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعدُ : فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَيَّرُ مَنْ أَنْفَ شَهْرٍ﴾ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّؤْيُ فِيهَا يَأْذَنُ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿سَلَّمَ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ﴾ ﴿

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. ⁽¹⁾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرْوَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّبَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. ⁽²⁾

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী!

আজ রমজানুল মোবারকের শেষদশকের প্রথম রাত। আজ থেকে শুরু হল বরকতময় রমজানের একুশতম দিন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানুল মোবারকের তিন দশকের তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।

প্রথম দশক রহমতের।

দ্বিতীয় দশক মাগফিরাতের।

তৃতীয় দশক নাজাতের।

আজ থেকে রমজানের শেষদশক শুরু হল। এর অর্থ, এই দশক জাহান্নাম থেকে নাজাতের দশক। জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও পরিত্রাণ লাভের দশক।

¹ সহীহ বুখারি : ১৮৭৮

² সহীহ বুখারি : ১৮৭৬

আসবাকে হাদিস

তবে এই দশকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে, বরকতপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এই দশকে একটি বিশেষ রাত রয়েছে। রাতটি খুবই দামি। অত্যন্ত মূল্যবান। সেই রাতের ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ তায়াল্লা কুরআন কারিমে ‘সূরা কদর’ নামে একটি সূরাও নাজিল করেছেন। সেই মূল্যবান রাতটিও এই দশকে। এজন্য নবীজি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসের শেষদশকে নিয়মিত ইতেকাফ করতেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত দশদিন ইতেকাফ করতেন। কখনো বিশদিন করতেন।

ইতেকাফের প্রধান উদ্দেশ্য শবেকদর তালাশ করা।

সেই মোবারক দশক আজ থেকে শুরু হল। আল্লাহ তায়াল্লা তার যেসকল বান্দাকে পুরো দশদিন ইতেকাফ করার তাওফিক দান করেছেন, তাদের উচিত, দিনরাতের প্রতিটি মুহূর্তের কদর করা। মূল্যায়ন করা। প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগানো। একটা মুহূর্তও যেন নষ্ট না হয়, হাতছাড়া হয়ে না যায় সে ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক থাকা।

আর যাদের পুরো দশদিন ইতেকাফ করার সুযোগ হয় না, শুধু বেজোড় রাতগুলোর শবেদারি করে, তাদেরও উচিত প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদতে কাটানো। দোয়া-দরুদ ও তাসবিহ-তাহলিলে ব্যয় করা। এই রাতগুলোয় ইবাদত-বন্দেগিতে আরও বেশি যত্নবান হওয়া। আরও বেশি আন্তরিক হওয়া। নিরলসভাবে ইবাদত-বন্দেগিতে নিমগ্ন থাকা। একটা মুহূর্ত যেন বেকার না যায়। অলসতা ও অবহেলায় নষ্ট না হয়। প্রতিটি সেকেন্ড যেন কাজে লাগে, এসব ব্যাপারে সতর্ক থাকা।

সাবধান! কখনো এমন ভাববেন না যে, আজ তো প্রথম রাত!

তারপর তো দ্বিতীয় রাত আসবে...

তৃতীয় রাত আসবে...

চতুর্থ রাত আসবে...

মনে রাখবেন, যে মুহূর্তটি আপনার হাত থেকে বের হয়ে গেল, তা কোনোদিন ফিরে আসবে না। তা ছাড়া জীবনের গ্যারান্টিই-বা কী আছে বলুন! পরের রাত তো দূরের কথা, পরের মুহূর্তটি আপনি পাবেন কিনা, তা কে বলতে পারবে!

আমি শবেকদর সম্পর্কিত সূরা ‘সূরা কদর’ তেলাওয়াত করেছি। দুটো হাদিসও পাঠ করেছি। উদ্দেশ্য, এই মহিমাযিত রজনীর গুরুত্ব বর্ণনা করা। এই রাতের ফজিলত অর্জনের পদ্ধতি তুলে ধরা। এই রাতে যেসব আমল করা

দরকার, তার আলোচনা করা। সেই সাথে যেসব কাজ এই রাতের আজমত ও মহত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, আমাদের কৃত আমল ও নেককাজ বিনাশ করে, যেসব কাজের কারণে আমরা বধূনার শিকার হই সেগুলো চিহ্নিত করা। যাতে আমাদের সময়গুলো কাজে লাগে। নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচে।

মুক্তির পথ

আমাদের মুরশিদ, সম্মানিত উসতাদ, ফকিহুল উম্মত মাওলানা মাহমুদ হাসান রহিমাছল্লাহ ইতেকাফের দিনগুলোতে বিখ্যাত সাহাবি উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুহু এই হাদিসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করতেন-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا التَّجَاةُ؟ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ
لِسَانَكَ وَلْيَسْغَعْ بَيْتُكَ وَابْنُكَ عَلَى خَطِيئَتِكَ.

একদিন হজরত উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুহু রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, নাজাতের রাস্তা কী? মুক্তির উপায় কী? কীভাবে আমরা মুক্তি পাব?

তখন রাসুল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি উপদেশ দিলেন। বললেন,

أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ

জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখ।

وَلْيَسْغَعْ بَيْتُكَ

তোমার ঘর তোমার জন্য প্রশস্ত হোক।

وَابْنُكَ عَلَى خَطِيئَتِكَ

নিজের ভুলত্রুটির জন্য কান্নাকাটি কর। অশ্রু ঝরাও। (মেশকাত : ৪১৩)

রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবি উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুহু এই প্রশ্নোত্তর গোটা জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ কেউ যদি নিজেকে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে চায়, তা হলে তাকে নবীজির এই তিন উপদেশের উপর আমল করতে হবে।

জবানের হেফাজত করতেই হবে। কারণ রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুখের কামাইয়ের কারণে সর্বাধিক-সংখ্যক মানুষ জাহান্নামে যাবে। অর্থাৎ জিহ্বার অপব্যবহারের কারণে বেশিরভাগ মানুষ জাহান্নামি হবে।

আসবাকে হাদিস

জান্নাতের জামানত

এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ حَيِّئِهِ وَمَا بَيْنَ رَجُلَيْهِ أُضْمِنَ لَهُ الْجَنَّةَ^{১)}

যে ব্যক্তি আমাকে দুটি জিনিসের জামানত দেবে, আমি তার জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

কী সেই দুই জিনিস?

এক হল জিহ্বা।

আরেক হল লজ্জাস্থান।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই দুই জিনিসের অপব্যবহার রোধ করবে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

নারীদের সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জাহান্নামে নারীদেরই আমি অধিকহারে দেখেছি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে নারী সাহাবিরা ভীতসম্পন্ন হয়ে পড়লেন। তারা সবাই নেককার নারী ছিলেন। তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, কোন ভুলের কারণে জাহান্নামে আমাদের সংখ্যা বেশি হবে?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

كُثِرْنَ اللَّعْنُ وَكُثِرْنَ الْعَشِيرُ⁽²⁾

তোমরা গালমন্দ বেশি করে থাক। স্বামীদের অকৃতজ্ঞতাও বেশি কর।

অধিকাংশ নারীর জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে এই দুই গুনাহ। আর দেখুন, দুটোর সম্পর্কই মুখের সাথে। মুখের অপব্যবহারের কারণে এই পরিণতি।

বগড়া বাধলে তো মহিলাদের জিহ্বা কাঁচির মতো চলতে থাকে। খামারই নাম নেয় না। যা বলার নয়, তাও বলতে থাকে। মিথ্যা, গিবত, অপবাদ, সবই থাকে তাতে। অথচ মুখের দ্বারা কাউকে কষ্ট দেওয়া আলাদা গুনাহ। স্বামীর অকৃতজ্ঞতার বিষয়টিও জবানের সাথে সম্পৃক্ত।

^১ বুখারি শরিফ : ৫৯৯৩

^২ বুখারি শরিফ : ২৯৩

নারীদের অকৃতজ্ঞতা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নারীদের স্বভাব হল :

لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ
مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ^(১)

তুমি যদি তোমার স্ত্রীর সাথে জীবনভর উত্তম আচরণ কর, এরপর কখনো যদি সে তোমার থেকে এমন কিছু পায়, যা তার মনমত হয়নি, চাহিদা অনুযায়ী হয়নি তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠবে, তোমার থেকে কিছুই পেলাম না। একটু ভালো ব্যবহারও না। তোমার দ্বারা কিছুই হল না আমার।

সারা জীবনের দয়া-ভালোবাসা এক কথায় ধুয়ে ফেলবে।

এ জন্য জবানের হেফাজত করা খুব জরুরি। উপরের হাদিস থেকে জেনেছেন, অনিয়ন্ত্রিত মুখ মানুষকে চিরতরে ধ্বংস করে। জাহান্নামে নিয়ে ফেলে।

মুক্তির পথ : ২

মুক্তির দ্বিতীয় পথ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ

তোমার ঘর তোমার জন্য প্রশস্ত হোক।

ঘর মানুষের আশ্রয়স্থল। নিরাপত্তার ঠিকানা। মানুষ ঘর থেকে বের হলে নানারকমের ফেতনার শিকার হয়ে থাকে। সবচেয়ে বড় ফেতনা হল ‘বদনজর’। দৃষ্টির অপব্যবহার।

দৃষ্টির অপব্যবহার কী?

দৃষ্টির অপব্যবহার হল, এমন বস্তুর উপর দৃষ্টি পড়া, শরিয়ত যা দেখার অনুমতি দেয়নি। যেমন পরনারীর প্রতি তাকানো। শ্মশ্রুহীন বালকদের দেখা।

দ্বিতীয় বিষয় হল, বাড়ির বাইরে গেলে রঙিন দুনিয়ার মোহনীয় রূপ-সৌন্দর্য, আরাম-আয়েশ আর বিলাসিতার উপকরণ চোখে পড়ে। ওগুলোর প্রতি হৃদয় ধাবিত হয়। দুনিয়ার ভালোবাসা হৃদয়ে ঠাঁই করে নেয়। ফলে হৃদয় জিকরুল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে যায়। অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে যায়। বিস্মৃত হতে থাকে পরকাল আর পরকালের অনন্ত জীবনের কথা। এমনকি মৃত্যুর কথা,

^১ বুখারি শরিফ : ২৮

আসবাকে হাদিস

যার স্মরণ হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছে, সেই মৃত্যুর কথাও স্মরণ থেকে হারিয়ে যায়। জেঁকে বসে উদাসীনতা, গাফলতি।

এজন্য প্রতিটি মানুষের উচিত, একান্ত প্রয়োজন না হলে ঘরের বাইরে বের না হওয়া। বাড়ির বাইরে না যাওয়া। হ্যাঁ, বিশেষ প্রয়োজন হলে, কিংবা শরিয়তের নির্দেশ থাকলে তখন যাবে। যেমন জামাতে নামাজ পড়ার জন্য বাইরে যাবে। অন্য কোনো দীনী প্রয়োজন থাকলে বাইরে যাবে। দুনিয়াবি প্রয়োজন মেটানোর জন্যও বাইরে যেতে পারবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনাবেচা করার জন্য বাইরে যেতে পারবে। চিকিৎসা-সেবা নেওয়ার জন্য বাইরে যেতে পারবে। কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন হলে বাইরে যেতে পারবে।

তবে, প্রয়োজন মেটার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফিরে আসবে। ঘরের ভেতর অবস্থান করবে। ঘর আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

وَلَيْسَ عَلَيْكَ بَيْتُكَ

তোমার ঘর তোমার জন্য প্রশস্ত হোক।

অর্থাৎ, মানুষ যেন তার ঘরে বা বাড়িতে সঙ্কীর্ণতা অনুভব না করে। সেখানে যেন কোনো প্রকার কষ্ট-ক্লেশ না থাকে। এজন্য এমনভাবে বাড়িঘর তৈরি করা যে, সেখানে অবস্থান করে প্রশান্তি লাভ হয়।

এ ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্পর্ক প্রেমময় হওয়া। পরস্পরের হক ও অধিকারের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া।

শাশুড়ি ও পুত্রবধূর সম্পর্কও মধুর হওয়া। নিজ নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকা। সবার দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া।

ছেলেমেয়েদেরও সঠিকভাবে তরবীয়ত দেওয়া।^১ সঠিকভাবে দীক্ষা দেওয়া। তারা যেন সুখের উপকরণ হয়। সবাইকে নিয়ে বসবাস করে মনপ্রাণ উজ্জীবিত হয়। অনাবিল সুখের পরশ লাভ হয়।

পক্ষান্তরে বাড়ির পরিবেশ যদি দুঃসহ হয়, মানুষ সেখানে কী করে বসবাস করবে? কী করে শান্তির পরশ লাভ করবে? এমন ঘরে কারো মন বসবে না। কারো মন টানবে না। এজন্য ‘ঘর প্রশস্ত করার জন্য’ ঘরের পরিবেশ শুদ্ধ করতে হবে। মানুষ যে-ই বাইরে বের হবে, ফেতনার শিকার হবে।

^১ প্রেমপূর্ণ হওয়া। মধুর হওয়া। যত্নবান হওয়া। পরিচয় দেওয়া। সচেতন থাকা। তরবীয়ত দেওয়া।

আমাদের মুফতি সাহেব রহ. এর একটি দৃষ্টান্ত দিতেন। তিনি বলতেন, মনে কর, শহরের অবস্থা চরম প্রতিকূল। কারফিউ জারি করা হয়েছে। মার্শাল আইন জারি হয়েছে। বাড়ির বাইরে বের হলেই পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে। গুলি করবে। আহত হতে হবে। জানটাও চলে যেতে পারে। এই অবস্থায় আপনি কী করবেন?

এই অবস্থায় নিরাপদ থাকার পথ একটাই। ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখা। আর একান্তই কোথাও যেতে হলে পাশ নিয়ে যাওয়া। আর সেই পাশ হল, কোনো দীনি প্রয়োজন পূরা করার জন্য বের হওয়া। দুনিয়াবি কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য বের হওয়া।

ভাই, আজ হয়তো কারফিউ জারি হয়নি। মার্শাল আইন জারি হয়নি। কিন্তু চারদিক থেকে ফেতনার আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। যেদিকে তাকাবেন, ফেতনা আর ফেতনা। যেদিকে পা ফেলবেন, গুনাহ আর গুনাহ। পা বাড়ালেই গুনাহের চোরাবালিতে ফেঁসে যাবেন।

মুক্তির পথ : ৩

মুক্তির তৃতীয় পথ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

وَأَبِكْ عَلَىٰ حُطَيْبَتِكَ

কৃত পাপের জন্য বেশি বেশি কান্নাকাটি করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

كُلُّ بَنِي آدَمَ حَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْحَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

প্রতিটি মানুষই পাপী। আর উত্তম পাপী হল ওই ব্যক্তি, যে কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়। আন্তরিকভাবে তাওবা করে।^১

মানুষ ভুলের উর্ধ্ব নয়। প্রতিটি মানুষই ভুল করে, পাপ করে। শুধু নবীগণ পাপ করেন না। নবীগণ মাসুম ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সবধরনের ভুলত্রুটি এবং পাপ থেকে মুক্ত রেখেছেন। এটা তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কারণ তাদের প্রতিটি কথা-কাজ, আচরণ-উচ্চারণ উম্মতের জন্য নমুনা। নবী ছাড়া কেউ মাসুম নন। নিষ্পাপ নন। অন্যান্য সকল মানুষ ভুল করতে পারে। ভুল হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভুল হতেই পারে। কিন্তু ওই ভুলের উপর অটল না থাকা। ভুল হওয়া মাত্র তা স্বীকার করা। তাওবা করা। ইসতিগফার করা। কেঁদে

^১ সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪২৪১

আসবাকে হাদিস

কেঁদে আল্লাহর নিকট মাফ চাওয়া। অশ্রুসিক্ত নয়নে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া। এটা আল্লাহর খুব প্রিয়।

দুটি ফোঁটা আল্লাহর নিকট খুবই দামি। একটা হল শহীদের রক্তের ফোঁটা। আরেকটা হল আল্লাহর নিকট অনুতপ্ত হয়ে যেই অশ্রুফোঁটা বারে। এই দুটি ফোঁটা আল্লাহর খুব প্রিয়। আল্লাহর নিকট এর দাম অনেক।

এজন্য ভুলত্রুটি হওয়ামাত্র কৃত ভুলের জন্য কান্নাকাটি করা।

আমি আগেই বলেছি, এটি এমন হাদিস, যা সারা জীবনের জন্য এবং প্রতি মুহূর্তের জন্য এক উজ্জ্বল পাথেয়। কিন্তু ইতেকাফের সঙ্গে এর বিশেষ সাযুজ্য রয়েছে। আমাদের হজরত বলতেন, আমার মনে হয়, এই হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতেকাফকারীদেরই এই হেদায়েত দিয়েছেন।

ইতেকাফের আদব

ইতেকাফের প্রথম বিষয় হল :

أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ

জবান হেফাজত করা মুখ নিয়ন্ত্রণে রাখা।

ইতেকাফের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় কথাবার্তার দ্বারা। মসজিদের ভেতর দুনিয়াবি বৈধ কথাবার্তা, আলাপচারিতা নেকি খেয়ে ফেলে। ইতেকাফের উদ্দেশ্য নষ্ট করে ফেলে।

ইতেকাফের উদ্দেশ্য

ইতেকাফের উদ্দেশ্য কী?

ইতেকাফের উদ্দেশ্য একাগ্রতার সঙ্গে আল্লাহর ইবাদতে লেগে থাকা। আল্লাহর বন্দেগিতে নিমগ্ন থাকা। মানুষ ঘুমিয়ে থাকবে, তাও ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। তারও সাওয়াব পাবে। বেহুদা গল্পগুজব ও কথাবার্তায় লিপ্ত হলে সময়ের অপচয় হয়, সময় নষ্ট হয়, ইতেকাফকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। এতে ইতেকাফের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

শাইখুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া রহিমাল্লাহ আমাদের সকলের মুকুব্বিবা। তার কিতাবপত্র পড়ে দুনিয়ার অসংখ্য মানুষ উপকৃত হচ্ছে। তার ওখানেও মাসব্যাপী ইতেকাফ হত। সেখানে আমার দুয়েকবার ইতেকাফ করার সৌভাগ্য হয়েছে। হজরতের ওখানে সবচেয়ে বেশি সতর্ক করা হত কথা বলার ব্যাপারে। হজরত বারবার বলতেন, বেশি বেশি খাও, বেশি বেশি ঘুমাও—কোনো সমস্যা

নেই। কিন্তু মুখ খুলো না, কথা বলো না।

পানাহার কিংবা ঘুম-বিশ্রামের ব্যাপারে হজরতের কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। কিন্তু ফিসফিসানির আওয়াজ পেলে হজরত খুব অসস্তুষ্ট হতেন। বলতেন, কথাই যদি বল তা হলে এখানে এসেছ কেন? এখান থেকে বের হয়ে যাও। বাসায় চলে যাও! বাসায় গিয়ে যত পার গল্প কর।

হজরত সবাইকে এভাবেই ধমকাতেন। বকাবকা করতেন, অথচ এদের মধ্যে অনেক আলেমও থাকতেন।

মূলকথা হল, আজ ইতেকাফের প্রথম রাত। পুরো দশ দিন সামনে আছে। এজন্য আমি আমার দোস্ত-আহবাবদের নিকট দরখাস্ত করছি,

কথাবার্তা থেকে বিরত থাকুন। মসজিদকে গল্পগুজবের জায়গা বানাবেন না। একদম কথাবার্তা বলবেন না। এ ব্যাপারে শতভাগ সতর্ক থাকুন। কিছু করতে মনে না চাইলে বিশ্রাম করুন।

আড্ডা-আসর জমালে নিজের সময় যেমন নষ্ট হয়, অন্যদের সময়ও নষ্ট হয়। আর কথাবার্তা একবার শুরু হলে কোথা থেকে কোথায় চলে যায়, তার ঠিক ঠিকানা নাই। উপযোগী অনুপযোগী সবধরনের কথাই তখন চলতে থাকে। গিবত হতে থাকে। অন্যদের দোষচর্চা হতে থাকে। অথচ এগুলো সুস্পষ্ট হারাম। কবিরা গুনাহ।

একবার ভাবুন। রমজান মাস। শেষদশকের মোবারক মুহূর্ত। আল্লাহর ঘরে ইতেকাফ করছেন। এমন একটা বরকতপূর্ণ পরিবেশে যদি গিবত চলতে থাকে, পরনিন্দার আসর জমে ওঠে- এটা কেমন নিন্দনীয় ব্যাপার!

এজন্য অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। জবান হেফাজত করুন। হ্যাঁ, প্রয়োজনীয় কথা থাকলে বলতে পারবেন। অনুমতি আছে।

প্রয়োজনীয় কথা কী?

যেমন খেদমতের সাথিগণ মেহমানদের খেদমতের জন্য জরুরি মশওয়ারা করতে পারবেন। বাসা থেকে কেউ এসেছে। প্রয়োজনীয় কোনো কথা আছে। জরুরি কোনো পরামর্শ আছে। কথা বলুন। এ ধরনের প্রয়োজনে কথা বলতে পারবেন।

এমনিভাবে আমাদের সবার কাছে এখন মোবাইল আছে। ফোন আসছে। রিংটোন বাজছে। ভাই, ইতেকাফের উদ্দেশ্য হল, সবকিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে মসজিদে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকা। এখানে এসেও যদি মিনিটে মিনিটে বাড়ির খোঁজ নিতে থাকি, কুশল বিনিময় করতে থাকি, বাড়ির প্রতিটি

আসবাকে হাদিস

বিষয়ে পরামর্শ আর নির্দেশনা দিতে থাকি, তাহলে কি আমাদের মসজিদে অবস্থান করা হল? আমাদের শরীর হয়তো এখানে আছে; কিন্তু আমাদের মন বাসাতেই পড়ে আছে। এটাকে মসজিদে থাকা বলে না।

এজন্য প্রথম কথা হল একান্ত প্রয়োজন না হলে ফোন করবেন না। আর ফোন এলে জরুরি কথাবার্তা সংক্ষেপে শেষ করে দিন। অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা হলে সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে দিন। মনে রাখবেন, ইতেকাফের প্রাণ হল একাগ্রতা। ফোন আর গল্পগুজব একাগ্রতা নষ্ট করে। এগুলো ইতেকাফের ক্ষতি করে। অতএব এসব ব্যাপারে পুরোপুরি সতর্ক থাকবেন।

আমাদের শাইখ (মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী) বড় আজিব একটা কথা বলতেন। হজরত বলেন, ইতেকাফের সময় পর্দার ব্যবস্থা করা হয়। ইতেকাফকারী একাধিক হলে কাপড় দিয়ে আলাদা কক্ষ তৈরি করা হয়। ইতেকাফকারীরা নির্জন পরিবেশে অবস্থান নেয়।

হজরত বলেন, এখানে কার সঙ্গে পর্দা করা হচ্ছে?

আল্লাহর ঘরে এসেছেন। অজু অবস্থায় আছেন। নামাজ পড়ার জন্য এসেছেন। ইবাদত করার জন্য এসেছেন। কেউ তেলাওয়াত করছেন। কেউ তাসবিহ পড়ছেন। কেউ নামাজ পড়ছেন।

এদের সঙ্গে পর্দা কীসের?

পর্দা এজন্য করা হয়, যেন অন্যের দিকে মনোযোগ না যায়। অন্যদিকে খেয়াল না যায়। মনোযোগ যেন শুধু আল্লাহর দিকে থাকে। ধ্যান-খেয়াল যেন কেবল আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট থাকে।

একবার ভাবুন, যেখানে এমন একাগ্রতার দাবি, এমন নিমগ্নতা কাম্য, সেখানে বসে বসে আসর জমানো, গল্পোবাজি করা, অন্য ধ্যানে থাকা, ভিন্ন ধান্দায় থাকা- এসব বোকামি নয় কি? এর দ্বারা তো আপনার ইতেকাফ নষ্ট হয়!

আমরা জানি না, আগামী রমজান কার জীবনে আসবে আর কার জীবনে আসবে না। জানি না, আগামী ইতেকাফ কার কপালে জুটবে আর কার কপালে জুটবে না। এজন্য যতটুকু সময় পান, তার কদর করুন। কোনোভাবেই যেন সময় নষ্ট না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

এটা সত্য যে, কিছু কিছু বিশেষ তারিখ রয়েছে, যেগুলো অধিক গুরুত্বের দাবি রাখে।

তেইশ তারিখের রাত।

সাতাইশ তারিখের রাত।

এবং উনত্রিশ তারিখের রাত।

এই রাতগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্যান্য যে তারিখ বা রাত রয়েছে সেগুলোর কোনোটা গুরুত্বহীন, তা কিন্তু নয়। এজন্য প্রতিটি তারিখের, প্রতিটি রাতের পরিপূর্ণ কদর করা উচিত।

হাদিসের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে :

وَلْيَسَعَنَّ بَيْتَكَ

তোমাদের বাড়ি তোমাদের জন্য প্রশস্ত হোক।

এখানকার বাড়ি হল আল্লাহর ঘর। এখানেই আমাদের সময় কাটাতে হবে। ইতেকাফে এসে বিনা প্রয়োজনে বাইরে সময় কাটাবার সুযোগ নেই। অনুমতি নেই। বিষয়টি অবশ্য আমরা সবাই জানি, মানবিক ও শরয়ি প্রয়োজন ছাড়া ইতেকাফকারীদের জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়ার কোনো অনুমতি নেই।

ইতেকাফকারীরা শরিয়তসিদ্ধ প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারবে

শরিয়তসিদ্ধ প্রয়োজন কী?

কেউ যদি এমন মসজিদে ইতেকাফ করে, যেখানে জুমার নামাজ হয় না, ওই ইতেকাফকারী জুমার নামাজ আদায় করার জন্য যে মসজিদে জুমা হয় সে মসজিদে যেতে পারবে।

শরিয়তসিদ্ধ প্রয়োজনের আরেকটি উদাহরণ হল, ইতেকাফকারীর যদি অজুর প্রয়োজন হয় তাহলে অজু করার জন্য সে মসজিদের বাইরে অজুখানায় যেতে পারবে। আল্লাহ না করুন, গোসলের প্রয়োজন হলে গোসলখানায় যেতে পারবে। এগুলো শরয়ি প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।

আরেকটি হল মানবিক বা স্বভাবসিদ্ধ প্রয়োজন। যেমন, পেশাব-পায়খানার জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়া।

সাধারণত পেশাব-পায়খানার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে মসজিদের বাইরে। ভেতরে তা করা সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে মসজিদের বাইরে যাওয়া একটি মানবিক প্রয়োজন।

এমনিভাবে ইতেকাফকারী যদি এমন জায়গায় ইতেকাফ করে, যেখানে তার খাবার পৌঁছানোর মতো কেউ নেই, এক্ষেত্রেও ইতেকাফকারী বাইরে থেকে খাবার আনতে পারবে। তবে লক্ষণীয় হল, কোনোভাবেই যেন প্রয়োজনের অধিক সময় ব্যয় না হয়।

আসবাকে হাদিস

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর শুকরিয়া, আমরা যারা এখানে ইতেকাফ করছি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের খেদমতের জন্য সাথির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এটা শুধু তার কৃপা আর দয়া।

সময়মত সাহরি, সময়মত ইফতারি, সময়মত চা-কফি, মোটকথা, প্রতিটি প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালা সময়মত পুরা করে দিচ্ছেন। এসব কাজের জন্য আমাদের বাইরে যেতে হচ্ছে না। এটা আল্লাহ তায়ালা বিশাল পুরস্কার। আলহামদুলিল্লাহ। এজন্য সতর্ক থাকতে হবে, আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত যেন মসজিদের ভেতরে কাটে। একটা মুহূর্ত যেন বাইরে না কাটে। আমাদের অনেক সাথিই এক্ষেত্রে অসাবধানতার পরিচয় দেয়।

হ্যাঁ, যারা নফল ইতেকাফের নিয়তে এসেছেন, তারা যতক্ষণ মসজিদে থাকার নিয়ত করবেন, ততক্ষণ ‘মুতাকিফ’ থাকবেন। নফল ইতেকাফ ভাঙে না। শেষ হয়ে যায়। মসজিদ থেকে যে-ই বের হবেন, ইতেকাফ শেষ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়বার যখন ইতেকাফের নিয়তে প্রবেশ করবেন, ইতেকাফ শুরু হয়ে যাবে। এটা এমন যে, এক পারা তেলাওয়াত করার নিয়তে বসেছেন। আধা পারা তেলাওয়াত করার পর কোনো প্রয়োজনে তেলাওয়াত বন্ধ করে উঠে চলে গেলেন। এতে তেলাওয়াত ভাঙে না। শেষ হয়ে যায়।

নফল ইতেকাফের ক্ষেত্রে সাধারণত মানুষ গাফেল থাকে। শাইখুল হাদিস জাকারিয়া রহিমাুল্লাহ ‘ফাজায়েলে রমজান’ গ্রন্থে এবিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, এটা এমন নেকির কাজ, যা মুফতে পাওয়া যায়। যখনই মসজিদে প্রবেশ করলেন, ইতেকাফের নিয়ত করুন। মসজিদে যতক্ষণ অবস্থান করলেন, ইতেকাফের নিয়তে থাকুন। আপনি ইতেকাফের সাওয়াব পেতে থাকবেন। এটা অনেক বড় ফজিলতের বিষয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতেকাফকারীদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন :

«هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيُجْزِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا»

ইতেকাফকারী ব্যক্তি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে এবং নেক আমলকারীদের মতো সমস্ত নেককাজের সাওয়াব পেতে থাকে।^১

অর্থাৎ যদি ইতেকাফ করার কারণে ইতেকাফকারী কোনো নেককাজ থেকে মাহরুম থাকে, যেমন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতে পারল না, আত্মীয়স্বজনের

^১ ইবনে মাজাহ, মিশকাতুল মাসাবিহ : ইতেকাফ অধ্যায় : ১৮৩

সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করতে পারল না, জানাজার নামাজে শরিক হতে পারল না, অন্যদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারল না, অথবা অন্য যেকোনো নেককাজ থেকে মাহরুম হল- এই ব্যক্তি সাধারণ সময়ে যেসব নেককাজ করত, যেসব নেককাজে অভ্যস্ত ছিল; কিন্তু ইতেকাফ করার কারণে সে সেগুলো করতে পারছে না- আল্লাহ তায়ালা সেসকল নেককাজের পূর্ণ সাওয়াব তাকে দান করবেন। ইতেকাফ এমনই ফজিলতপূর্ণ নেককাজ।

এজন্য নফল ইতেকাফ থেকেও কোনোভাবে মাহরুম না থাকা উচিত। অল্প সময় কাটানোর জন্যও যদি কেউ মসজিদে আসেন, ইতেকাফের নিয়তে অবস্থান করুন। আর যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, এ কথা স্মরণ রাখবেন যে, ইতেকাফকারীদের সমস্ত আদব আমার জন্যও প্রযোজ্য হবে। সেইসব আদব রক্ষা করে চলা আমার জন্যও জরুরি।

এই হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন :

وَابِكِ عَلَى حَطِيئَتِكَ

নিজের ভুলত্রুটির জন্য কান্নাকাটি কর। অশ্রু বারোও।

শেষরাতে উঠে আল্লাহর সামনে নিজের ভুলের কথা, নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করুন। আল্লাহর নিকট কৃতকর্মের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন, ক্ষমা প্রার্থনা করুন। লজ্জা ও অনুতাপের অশ্রু দিয়ে পাপের কালিমা দূর করুন। ইতেকাফকারীরা যেহেতু মসজিদে অবস্থান করে, এজন্য তাদের উচিত আল্লাহর সম্মুখে বেশি বেশি কান্নাকাটি করা। বেশি বেশি চোখের পানি ফেলা। এটা ইতেকাফের বিশেষ আমল।

ইজতিমায়ি বা সন্মিলিত আমল তালিম-তরবিয়তের সাথে সম্পৃক্ত। আর ইতেকাফের আসল আমল, মানুষ যা একা-একা করে।

তেলাওয়াত করা, জিকির করা, মোরাকাবা করা, নফল নামাজ পড়া, বেশি বেশি দোয়া করা—এই আমলগুলোর সম্পর্ক ইতেকাফের সঙ্গে। এই ইবাদতগুলো করার জন্য মানুষ মসজিদে আসে। মসজিদে অবস্থান করে। ইতেকাফ করে।

আমাদের মাশায়েখ ও মুকবিবগণ ইতেকাফের যেই রূপ দিয়েছেন তার উদ্দেশ্য হল, ইতেকাফের সঙ্গে সঙ্গে কিছু তালিম-তরবিয়তের ফায়দাও যেন হাসিল হয়। এ কারণে কোনো সিলসিলার সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষ তাদের মুকবিবদের

আসবাকে হাদিস

সঙ্গে কিছু সময় কাটান। এখানে শেষ দশদিনের ইতেকাফের আমল হয়। কিন্তু দেশের বিভিন্ন জায়গায় শাইখুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া রহিমাছল্লাহর সিলসিলার সঙ্গে যারা সম্পর্ক রাখেন, শাইখুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী রহিমাছল্লাহর সিলসিলার সঙ্গে যারা সম্পর্ক রাখেন, সেসব মাশায়েখ পুরো মাস ইতেকাফ করেন। তাদের মামুল পুরো মাসের ইতেকাফের। সেখানে ওয়াজ-নসিহত হয়। কিতাবের তালিম হয়। তরবিয়তি আমলও হয়। নামাজ সহিহ-শুদ্ধ করা হয়। দোয়া সহিহ-শুদ্ধ করা হয়।

ইজতিমায় মামুলাতের ভেতর শরিক করার ফলে এগুলোর ফায়দা হয়। আর ইনফিরাদি বা একাকী আমলের মাধ্যমে মানুষ ইতেকাফের আসল মাকসাদ— শবেকদরের ইবাদতের সাওয়াব হাসিল করে। রমজানের শেষদশদিনের কদর করে। বেশি বেশি দোয়া-দরুদ পড়ার ইহতিমাম করে। মানুষ এসব কাজে নিজেকে মশগুল রেখে ফায়দা হাসিল করে। উপকৃত হয়।

তাই ইতেকাফকারীদের জন্যও এই তিনটি হেদায়েত—

১. জ্বানের হেফাজত করুন।
২. নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান করুন। সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকুন।
সর্বশেষ হেদায়েত হল,
৩. বেশি বেশি দোয়ার ইহতিমাম করুন।

বিশেষ করে ইসতিগফার পাঠ করুন। আল্লাহর নিকট নিজের ভুলের কথা, নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করুন। কান্নাকাটি করুন। লজ্জা ও অনুতাপের অশ্রু আল্লাহর খুব প্রিয়।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আমাদের মুকুব্বি মাওলানা ইবরাহিম দা.বা. মুফতি সাহেব হুজুরের খাস খাদেম ছিলেন, তিনি প্রতি বছরই দেশের কোনো না কোনো জায়গায় মাসব্যাপী ইতেকাফ করেন। একবার ভেলোর জেলার মিফতাছল উলুম মাদরাসার মসজিদে ইতেকাফ করছিলেন। আমরা সেখানে গেলাম। মানুষ ছিলাম আটজন। ওখানে অবস্থানকালে জুমার দিন এসে পড়ে। জুমার নামাজ পড়াতে আমি এক জায়গায় যাই। নামাজ পড়ে ফিরে এলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী বয়ান করলেন?’

বললাম, ‘রমজান ও শবেকদরের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু কথা বলেছি।’

তিনি বললেন, ‘যাওয়ার আগে যদি আমাকে জানাতেন, তা হলে বয়ান করার জন্য একটা গল্প শোনাতাম।’